35

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সংশোধিত পাঠ্যবই বাজারজাত করা

# টেক্সট বুক বোর্ডের স্বার্থান্বেষী মহলের তৎপরতা

মাসুদ কামাল

টেক্সট বুক বোর্ডের ভুল সিদ্ধান্ত ও কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের বেশি দামে অসংশোধিত বই কিনতে হবে। সংশোধিত নতুন বই যাতে যথাসময়ে বাজার না আসে একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল তার জন্য চালাচ্ছে তৎপরতা। ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্যমূল্যে সর্বাঙ্গ সঠিক পাঠ্যবই সরবরাহের পরিবর্তে বোর্ড যেন নিজেদের আর্থিক লাভের বিষয়টিই বড় করে দেখছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আর মাত্র মাসখানেক বাকি আছে। অথচ অনেক প্রকাশক অভিযোগ করেছেন, গত সোমবার পর্যন্ত তাঁরা মাত্র ১৯টি বইয়ের পজেটিভ পেয়েছেন। অথচ নিয়ম মেনে অনেক আগেই ৪২টি পজেটিভের জন্য তাঁরা টাকা জমা দিয়েছেন বোর্ডের কাছে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন বই প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে দু'টি পরিষ্কার বিভক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ একটি চক্র উক্ত বিভক্তিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এক অংশ শত আবেদন নিবেদন করে ১৯টির বেশি পজেটিভ না পেলেও অপর একটি গ্রুপ কিন্তু ইতোমধ্যে ত্রিশটির বেশি বইয়ের পজেটিভ পেয়ে গেছে।

এদিকে বোর্ডের নিজস্ব গুদামে পড়ে থাকা ১৭ কোটি টাকার বই নিয়ে শুরু হয়েছে আরেক তৎপরতা। এ বছর কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় হ্রাস ও প্রকাশনা শিল্পে অধিকতর প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও কেবল উক্ত ১৭ কোটি টাকার বইকে জায়েজ করার জন্য বইয়ের দাম কমানোর কোন চেষ্টাই বোর্ড করেনি। নতুন বই প্রকাশের জন্য কোন টেন্ডার হয়নি, বরং প্রকাশকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

অধিকাংশ প্রকাশকের মতে, দর উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হলে গত বছরের চেয়ে এবার কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ দাম কমত প্রতিটি বইয়ের। তা না করায় সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের এবার বই কেনা বাবদ কমপক্ষে ২৫ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে। অথচ নিজেদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে জমে যাওয়া বইগুলোর দাম সমন্বয় করলে বোর্ডের বড় জোর ৫ কোটি টাকার মতো ক্ষতি হতো।

পুরনো সেই বইগুলো বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশক ও বিক্রেতাদের কাছে গছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলে এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষের। ৩০ নবেম্বরের মধ্যে পুরনো নিম্নমানের দেশী নিউজপ্রিন্টে ছাপা বইগুলো নেয়ার জন্য প্রকাশক ও বিক্রেতাদের বলা হলেও এ সপ্তাহ পর্যন্ত অধিকাংশ প্রকাশকই পুরনো বই সরবরাহ নেয়নি। একজন প্রকাশক অভিযোগ করেছেন, পুরনো বইগুলোর কাগজ দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় এখন ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এসব বইয়ের অধিকাংশ রয়েছে অসংখ্য ভুল। ভুলে ভরা নিম্নমানের সেই বইগুলো বাজারে ছাড়লেও ছাত্রছাত্রীরা আদৌ কিনবে কিনা সন্দেহ। সে ক্ষেত্রে বইগুলো বিক্রেতাদের কাছেই পড়ে থাকবে বোঝা হিসাবে। আর বিক্রি হলেও, ভুলভ্রান্তির কারণে বইগুলো অধিকাংশের কাছে পরিচিত হবে বিড়ম্বনার কারণ হিসাবে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে, বোর্ড এবং কিছু দুর্নীতিবাজ প্রকাশকের কাছে জমে থাকা পুরনো বইগুলো বিক্রির সুবিধার্থেই নানা জটিলতা সৃষ্টি করে এখন নতুন সংশোধিত বই প্রকাশের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে।

এদিকে বোর্ড থেকে সরবরাহকৃত রঙিন সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা কাগজ নিয়েও বড় ধরনের একটি দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বলা হচ্ছে কয়েকজন চিহ্নিত ব্যবসায়ী তাদের নামে বরাদ্দকৃত স্বাস্থ্য, চারু ও কারু, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এ রকম কম চালু বই বোর্ডের কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিয়ে বেশি করে বরাদ্দ নিয়ে নামমাত্র সংখ্যায় ছেপেছে। আর এ কাজের জন্য প্রাপ্ত রঙিন নিরাপত্তা কাগজ দিয়ে বেশি দামের চালু বা মূল বইগুলো ছাপিয়েছে বিশেষ করে বোর্ডের কাছে ১৭ কোটি টাকার বই মজুদ থাকার পরও বিশেষ দক্ষতায় যে গোষ্ঠীটি পুনর্মুদ্রণের অনুমতি পেয়েছিল তারাই এ অপকর্ম করেছে বেশি।

অভিযোগ রয়েছে কয়েকজন অসৎ ব্যবসায়ী পুনর্বরাদ্দ পাওয়া বইয়ের ২৫ শতাংশও সে সময় ছাপেনি। বাকি ৭৫ শতাংশের জন্য বরাদ্দকৃত সিকিউরিটি কাগজ রেখে দিয়েছে গুদামে। এখন সে সব কাগজ ব্যবহার করে নতুন বই আগেভাগে ছেপে বাড়তি মুনাফার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। এ সকল কাজে বোর্ডের একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী সব সময়ই তাদেরকে সহায়তা করছে। বোর্ডের এই চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠীটি এতই তৎপর যে, বিভিন্ন সময়ে এদের বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্তের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলেও কিছুদিন পরেই তারা আবার আরও বেশি দাপটে ফিরে এসেছে স্বপদে।